সংবাদ

তারিখ 14 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিদের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয় এমন কিছু করবেন না

◆অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আরও বেশি দায়িত্বশীল ও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এমন কিছু করবেন না যাতে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অস্থিতিশীল' পরিস্থিতির পর সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে গতকাল সচিবালয়ে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, কেউ কারও উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করতে পারেন, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে।

বৈঠকে শেষে কয়েকজন উপাচার্য 'সংবাদ'কে বলেন, 'শুধু বিএনপি-জামায়াতের অনুসারী শিক্ষকরাই নয়, প্রগতিশীল মতাদর্শের অনুসারী কিছু শিক্ষকও স্বার্থের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চায়। আমরা সে বিষয়েও

পাবলিক : পৃষ্ঠা : ২ ক

পাবলিক-: বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রীকে বিস্তারিত জানিয়েছি'। প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোন কথা বলেননি।'

একজন উপাচার্য 'সংবাদ'কে বলেন, 'স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ বা টেস্ট কেইস হিসেবে তারা জাহাঙ্গীরনগর ও বুয়েটকে বেছে নিয়েছে। এ ধরনের অপতৎপরতার বিষয়ে সরকারকেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে উপাচার্যরা'।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এতে আহ্মাদ চৌধুরী, শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান আকন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিকসহ ৩২ জন উপাচার্য এবং দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ, বিভিন্ন সাফল্য-ব্যর্থতা এবং কারণীয় নিয়ে উপাচার্যদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উপাচার্যদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেছি। আগের কার্যক্রমের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, জনবল, শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রাবাস ও আর্থিক সংকটের কথা উপাচার্যরা তুলে ধরেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান মন্ত্রী। তবে কী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সে বিষয়ে কোন ধারণা না দিয়ে তিনি বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আর কিছু করার আছে কিনা প্রধানমন্ত্রী তা ঠিক করবেন। তিনি জানান, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী চলা ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল গঠন করা সিনেটের দায়িত্ব।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো উন্নত জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রতিষ্ঠান। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার মাত্র ১৫ ভাগ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। যারা পায় তারা সত্যিই ভাগ্যবান। এদের বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামীদিনের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা তুলে ধরতে হবে। তিনি সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয় বৃদ্ধির পথ বের করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি গবেষণা কার্যক্রমের ওপর জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নতুন নতুন গবেষণা চালানোর লক্ষ্যে নতুন ১০৬ প্রকল্পে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।